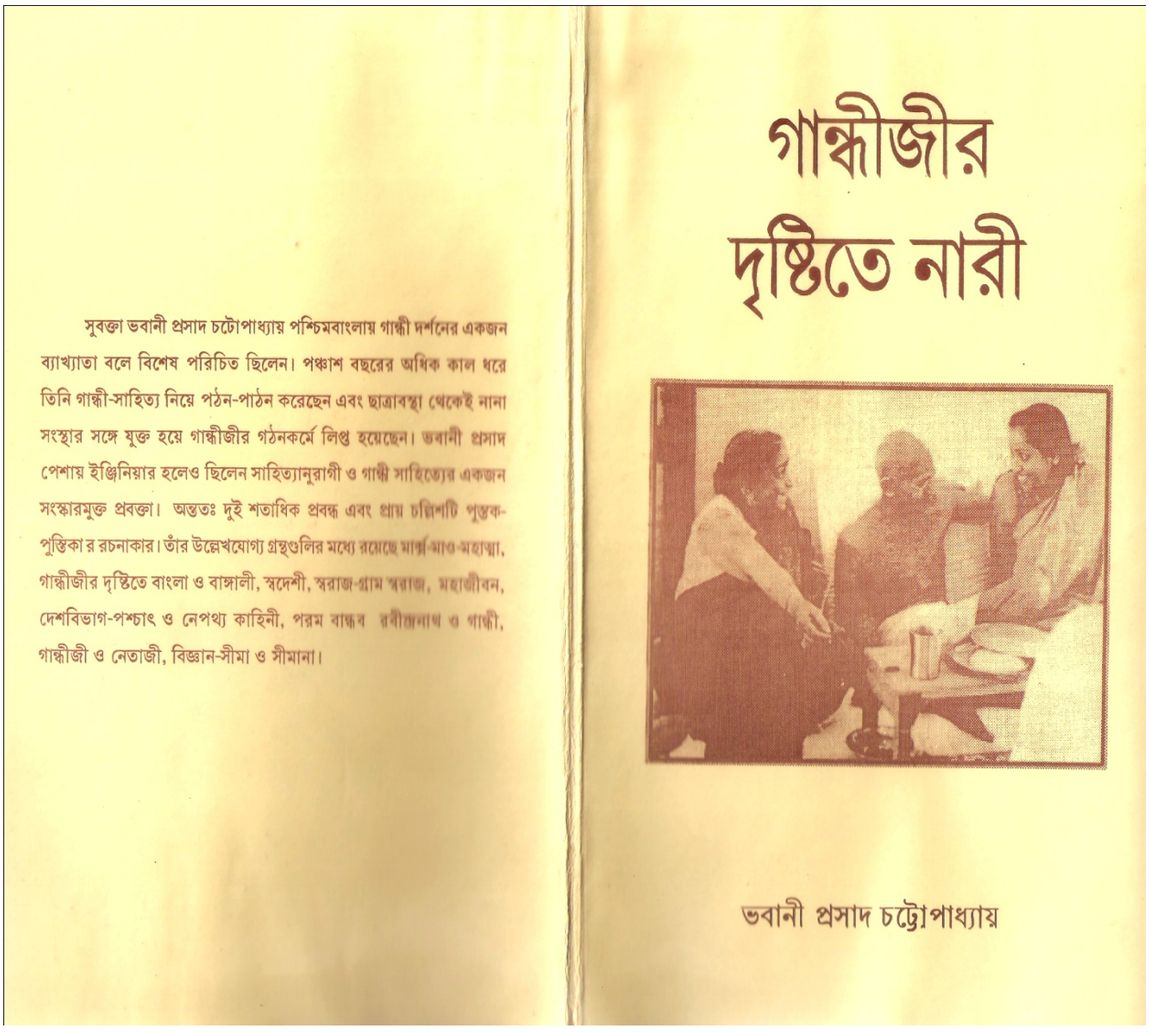

গ্রন্থের নাম	***গান্ধীজীর দৃষ্টিতে নারী***
লেখক	**ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়**
প্রকাশক	**গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়, বারাকপুর**
প্রকাশের তারিখ	**২০০৯ (তৃতীয় সংস্করণ)**
পৃষ্ঠা সংখ্যা	**৫৬**
মূল্য :	**২০.০০ টাকা**

সারাংশ

নর ও নারী সমাজদেহের উভয়াঙ্গের সম্যক সমাহার ও সমন্বয়েই পূর্ণতা । বেদ উপনিষৎ-এর যুগের মৈত্রেয়ী থেকে শুরু করে মহাভারতের যুগের যাজ্ঞসেনী , চিত্রাঙ্গদা প্রমুখ চরিত্র ভারতীয় সমাজে নারীর সার্বভৌমত্বের প্রতীক। কিন্তু কালক্রমে পূর্বোক্ত ব্যবস্থার অতীব যুক্তিযুক্ত বিধানের ক্রম ব্যাতিক্রম ঘটতে ঘটতে এই ভারতেই নারীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পর্যবসিত করা হয় ।***গান্ধীজীর দৃষ্টিতে নারী*** গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা । গান্ধীজীকে তাঁর কালের বিশিষ্ট communicator বা জণগণের সঙ্গের যোগাযোগকারী আখ্যা দেওয়া হয়েছে । বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে (চিঠিপত্র ছাড়াও) অজস্র লেখা ছিল তাঁর এই সংযোগ রক্ষার উপায় । বলা বাহুল্য , নারী-সমাজ এবং তার সমস্যা ও সমাধান সম্বন্ধেও তাঁর রচনাবলীতে বহু উপাদান পাওয়া যায় । বাংলা ভাষায় গান্ধীজীর মত ও পথ সম্বন্ধে অন্যতম প্রবক্তা ও ভাষ্যকার , বহুজন সংবর্ধিত গ্রন্থের রচয়িতা ভবানীপ্রসাদ চট্টে াপাধ্যায় মহাশয়ের এই নতুন কীর্তিটি এই প্রয়োজনীয় বিষয়টি উপস্থাপন করেছে । বিষয় প্রবেশের পর গান্ধীজীর রচনাসমুদ্র মন্থন করে তিনি নারীর বৈশিষ্ট, নারী প্রবেশের পর গান্ধীজীর লালসার বস্তু নয়, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক, বিবাহ ও তার তাৎপর্য, সতী ও সতীত্বের ধারণা, বৈধব্য ও বিধবাবিবাহ, সংগ্রাম ও আত্মরক্ষায় নারী জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির উপর আলোকপাত করেছেন। এই মূল্যবান গ্রন্থটি কেবল উল্লেখ্য গান্ধী-সাহিত্য রূপে স্বীকৃতই নয় নারীদের আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠারও মূল্যবান সহায়কও হবে।